بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৬ ডিসেম্বর ২০২৩

আজ আমাদের গৌরবময় বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে দখলদার বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিজয় দিবসের এই শুভলগ্নে আমি দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি প্রথমে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে-যাঁর দূরদর্শী, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বঞ্চনা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে অর্জন করেছিল স্বাধীনতা। আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দুই লক্ষ মা-বোনসহ হাজার হাজার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন বাসভূমি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় এক কোটি মানুষকে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল এবং এই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের চেতনা ও সমর্থনই আমাদের বিজয় এনে দিয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য আমরা ভারতের কাছেও কৃতজ্ঞ।

বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির নেতা ছিলেন না, তিনি বিশ্বের সকল নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের অগ্রনায়ক ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণের স্বপ্নকে অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। তাঁর কার্যকর পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ একটি গতিশীল অর্থনীতি এবং সম্ভাবনার দেশে পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে সরকার কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কোভিড-১৯ মহামারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জীবন ও জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল সরকার। ফলে বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও গত অর্থবছরে বাংলাদেশে ৬ দশমিক ১ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন বাংলাদেশকে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে আখ্যায়িত করে। বৃটেনের গবেষণা সংস্থা ইকনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গবেষণা মতে, বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ২০টি অর্থনীতির একটিতে পরিণত হবে। বাজারের আকার, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সেক্টরের সম্ভাবনা বিবেচনা করে এই অভিক্ষেপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় আমি প্রবাসী বাংলাদেশীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। সকল প্রবাসী বাংলাদেশী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত সকলের প্রতি রইলো আমার শুভেচ্ছা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী বিনির্মানে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমরা সবাই কাজ করে যাবো- বিজয় দিবসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি